দেড়শো খোকার কাণ্ড

টাস্ পিকচার্স পরিবেশিত কে·জি·প্রোডাকসনের পূর্ণাঙ্গ শিশু-চিত্র

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

দেড়শো খোকার কাণ্ড

সম্পাদনা ও পরিচালনা · কমল গাঙ্গুলী

সঙ্গীত পরিচালনা—**নচিকেতা ঘোষ**

চিত্রনাট্য ঃ ... ... মণি বর্মা
গীতিকার ঃ ... ... শ্যামল গুপ্ত
অভিনয় শিক্ষণে ঃ ... অনুপকুমার
চিত্রগ্রহণ পরিচালনা ঃ ... অনিল গুপ্ত
চিত্রগ্রহণ ঃ ... ... জ্যোতি লাহা
শিল্প-নির্দ্দেশ ঃ ... কাত্তিক বসু
শব্দ-যন্ত্রী ঃ ... অতুল চ্যাটার্জি (অন্তর্দৃশ্যে)
ও মৃণাল গুহঠাকুরতা (বহির্দৃশ্যে)
সঙ্গীত অনুস্থতি ঃ ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা

সঙ্গীতানুলেখন ঃ ... সতোন চট্টোপাধ্যায়
পুনর্শব্দযোজনা ঃ ... দুর্গা মিত্র
রূপসজ্জা ঃ ... গোষ্ঠ দাস
সাজসজ্জা ঃ ... কাত্তিক লঙ্কা
স্থির চিত্র ঃ ... ক্যাপস্ ফটোগ্রাফী
নৃত্য পরিকল্পনা ঃ ... বৈদ্যনাথ গাঙ্গুলী
ব্যবস্থাপনা ঃ ... বেনু রায়
পটশিল্পী ঃ নবগোপাল কয়াল ও বলরাম
আবহ সঙ্গীতে ঃ ... সুর-ও-শ্রী অর্কেষ্ট্রা

প্রচার পরিচালনা ঃ বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

* সহকারিবৃন্দ *

পরিচালনায় ঃ ভূপেন রায়, সন্দীপ চ্যাটার্জি * চিত্রশিল্পে ঃ শিশির ভট্টাচার্য্য, ননী দাস * সঙ্গীতে ঃ জয়ন্ত শেঠ * সম্পাদনায় ঃ প্রতুল রায়চৌধুরী * শব্দযন্ত্রে ঃ সুজিত সরকার * শিল্প নির্দ্দেশে ঃ কমলকৃষ্ণ দাস * রূপসজ্জায় ঃ মুন্সী রাম * ব্যবস্থাপনায় ঃ সত্য কর, পরেশ বসাক * আলোক সম্পাতে ঃ কেনারাম হালদার, কেষ্ট দাস, ব্রজেন দাস, জগন ভকত, রামখেলাওন, কালীচরণ, মঙ্গল সিং

* রূপায়ণে *

অতিথি শিল্পী ঃ ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, কমল মিত্র ও অনুপকুমার

বড়দের ভূমিকায় ঃ তরুণকুমার, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী, শ্যাম লাহা, নৃপতি চ্যাটার্জি, ধীরাজ দাস, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, শৈলেন মুখার্জি, সৌরীন ঘোষ, ননী মজুমদার, বলীন সোম, অলক মুখার্জি (এঃ), ভানু রায়, শীতল ব্যানার্জি, গৌর ব্যানার্জি, পরিতোষ রায়, তাপস ব্যানার্জি, শান্তি ব্যানার্জি, নির্মল, অনাদি
পদ্মা দেবী, সুরুচি সেনগুপ্তা, অজন্তা কর, মাধুরী চক্রবর্তী, আশা দেবী

ছোটদের ভূমিকায় ঃ মাঃ তিলক, কুমারী মধুছন্দা চক্রবর্ত্তী, কুমারী স্নিগ্ধা মজুমদার, চন্দন মুখার্জি, ভাস্কর সেনগুপ্ত, লোকনাথ ব্যানার্জি, বরুণ কুণ্ড, সব্যসাচী ঘোষ, তাপস দাশগুপ্ত, সজল ঘোষ, সুরঞ্জন রায়, পার্থসারথী মুখার্জি, স্বপন মুখার্জি, চন্দন মুখার্জি (২নং), অমল চ্যাটার্জি, পুতুলরানী ঘোষ, রত্না চ্যাটার্জি, সন্তোষ দাস, সুধীরঞ্জন সেনগুপ্ত, সলিল সেন, আকাশ ভট্টাচার্য্য, আলোক ঘোষ, সুভাষ দেবনাথ, মাষ্টার বাবু ও আরও অনেক শিশু অভিনেতা

❊ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ❊

মহেন্দ্র দত্ত—'ছাতা', ইষ্টার্ণ রেলওয়ে, কলিকাতা পুলিশ, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া (হেড অফিস), ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ, কমল ঘোষ, সুকুমার রায়, লেক-পল্লী মণিমেলা

* নেপথ্য কণ্ঠ সঙ্গীতে *

হেমন্ত মুখার্জি, শ্যামল মিত্র, আল্পনা ব্যানার্জি, ইলা চক্রবর্ত্তী

নিউ থিয়েটার্স ১ নং ষ্টুডিওতে গৃহীত ও বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

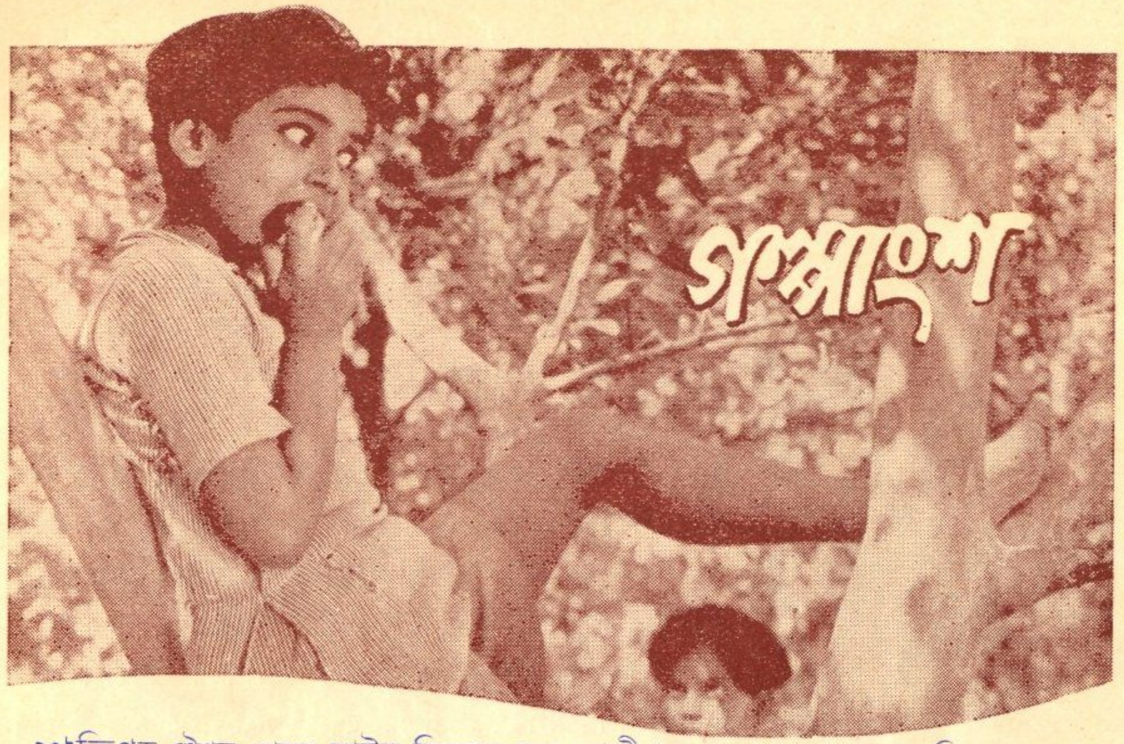

শক্তিগড় ষ্টেশন থেকে মাইল তিনেক দূরে কালীপুর গ্রামের একপ্রান্তে, বিধবা কমলা ন' দশ বছরের একমাত্র ছেলে গোবিন্দকে নিয়ে বাস করেন। স্বামী মারা যাবার পর মা আর বোন বিমলা, কমলাকে কল্‌কাতায় গিয়ে তাঁদের কাছে থাকতে বলেছিলেন। কিন্তু পরাশ্রয়ী হতে রাজী হন নি কমলা। প্রতিবেশীর ছেলে-মেয়েদের ফ্রক, প্যাণ্ট ইত্যাদি তৈরী করে দিয়ে যে পারিশ্রমিক পান, তাতেই তার সংসার চলে যায়।

গোবিন্দ লেখা-পড়ায় খুবই ভাল। ক্লাশে ফার্স্ট হয়। সংসারের কাজে মাকে সাহায্য ক'রতেও তার জুড়ি নেই।.....

কল্‌কাতা থেকে বিমলা, বোন আর বোনপোকে পূজোটা কল্‌কাতায় কাটাবার জন্য চিঠি লিখে আমন্ত্রণ জানায়। গোবিন্দ আনন্দে লাফিয়ে ওঠে। কি মজা!

পূজোয় অনেক 'অর্ডার'। কমলার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব। গোবিন্দ একলাই যাবে ঠিক হল। এখানে কমলা গাড়ীতে চড়িয়ে দেবেন, কল্‌কাতায় বিমলা বা আর কেউ এসে ষ্টেশন থেকে নিয়ে যাবে।

ছেলের হাতে এক শ' কুড়ি টাকা পাঠালেন কমলা ঃ সেলাই কলের দরুণ কর্জ বাবদ বিমলাকে এক শ', মাকে পূজোর প্রণামী কুড়ি টাকা। এ ছাড়া গোবিন্দর রাহা খরচের জন্যও কিছু দিলেন।

গোবিন্দ দমবার ছেলে নয়। সব শুদ্ধ একখানা খামে ভরে বুক পকেটে রেখে সেফ্‌টি-পিন আটকালো।

তারপর আনন্দ আর ব্যথায় দুলতে দুলতে ট্রেনে চেপে বস্‌লো গোবিন্দ। কামরার ভেতর নানা বয়সের নানা শ্রেণীর যাত্রী। গোবিন্দ সবায়ের দিকে

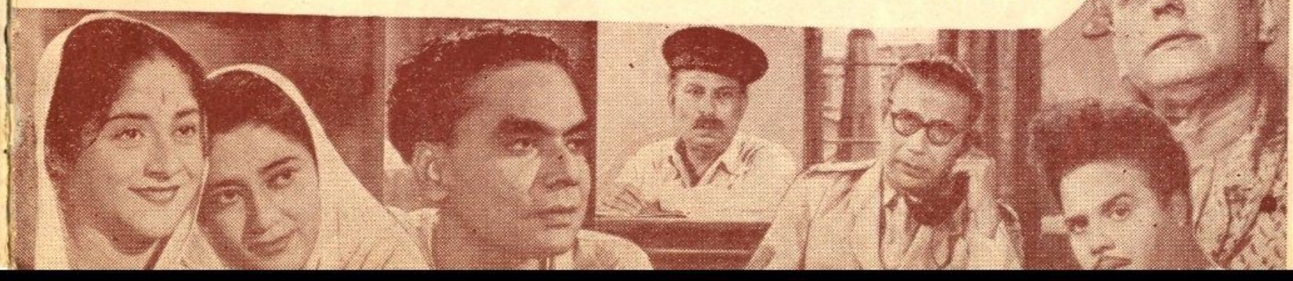

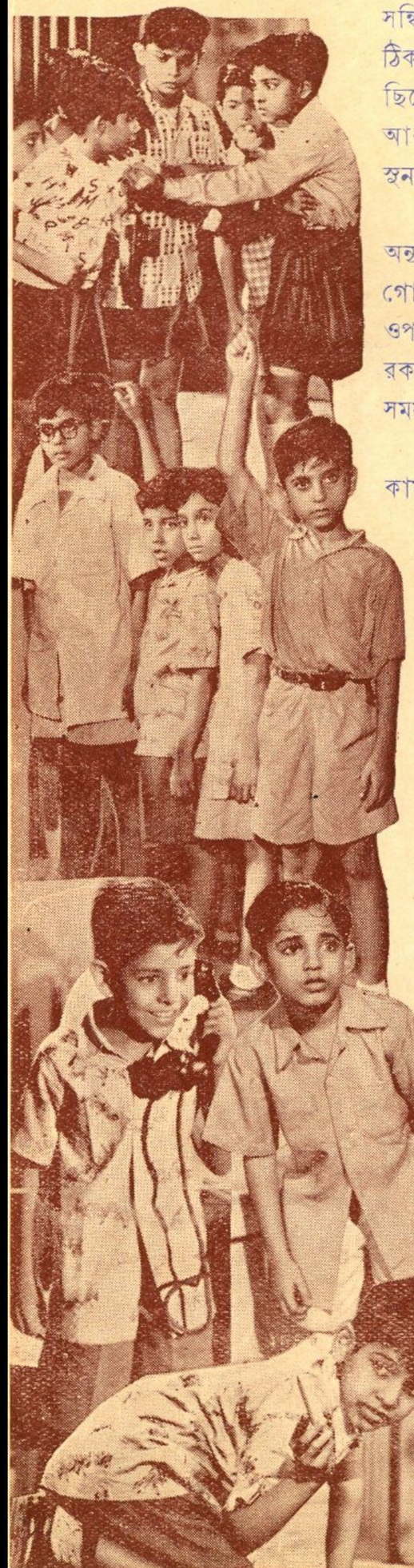

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়, আর বুক পকেটে হাত দিয়ে ছাখে টাকা ঠিক আছে কিনা। কোণের দিকে কাগজে মুখ ঢেকে বসে ছিলো জটাধর। গোবিন্দর প্রতি তার দৃষ্টি যে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হ'য়েছে, তা' গোবিন্দ অনুভব কর্‌লো। জটাধরকে সুনজরে দেখ্‌লো না গোবিন্দ।

ট্রেন ছুটে চলে গ্রাম, রাস্তা, মাঠ পার হ'য়ে। একে একে অন্যান্য যাত্রীরা মাঝ পথের ষ্টেশনে নেমে গেল। রইলো শুধু গোবিন্দ আর জটাধর। অস্বস্তি বোধ করে গোবিন্দ। এর ওপর মুস্কিল—চোখ ভরে আসে ঘুমে। ঘুমকে তাড়াবার যত রকম কৌশল জানা ছিল সব প্রয়োগ কর্‌ল সে, তবুও কোন্ সময় সে ঘুমিয়ে পড়্‌লো, টের পেলো না।

যখন তার ঘুম ভাঙ্‌লো গাড়ী তখন লিলুয়া ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে। কামরায় সে একা, বুক পকেটে হাত দিয়ে দেখলো টাকা নেই।

পাগলের মত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়লো গোবিন্দ। তারপর প্ল্যাটফরম ধ'রে দৌড়তে দৌড়তে পিছন দিকের একখানা কামরায় নজর পড়লো—জটাধর বসে। ট্রেন তখন আবার চলতে সুরু করেছে। লাফ দিয়ে গোবিন্দ পাশের কামরাটায় উঠে পড়লো।

হাওড়া ষ্টেশনে নেমে গোবিন্দ জটাধরকে অনুসরণ ক'রে ট্রামে গিয়ে চেপে বসল। ট্রাম চলেছে হ্যারিসন রোড দিয়ে।

আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের মোড়ে জটাধর নেমে পড়লো। গোবিন্দকেও নামতে হ'ল তার অলক্ষ্যে। কয়েকটা গলি-ঘুঁজি ঘুরে জটাধর গিয়ে এক চায়ের দোকানে ঢুকলো।

মোড়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল গোবিন্দ। ক্ষিধে-তেষ্টায় কাতর গোবিন্দ অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে। হঠাৎ পেছনে মোটরের ভেঁপু বেজে উঠলো। চমকে ফিরে তাকালো সে। দেখলে প্রায় তারই বয়সী একটি ছেলে তার পেছনে দাঁড়িয়ে হাসছে—হাতে তার একটা হর্ণ। ঝগ্‌ড়া বাধতে গিয়েও ভাব হ'য়ে গেল দুজনের। গোবিন্দর কাছ থেকে টাকা চুরি যাওয়ার বিস্তারিত বিবরণ শুন্‌লো—গোবিন্দর নবলব্ধ বন্ধু 'ঘণ্টু মটর'। সব শুনে চোর ধরার উৎসাহে ভেঁপু বাজাতে বাজাতে পাড়ার মধ্য দিয়ে ছুট্‌লো। এটাই ওদের দলের ইসারা, তাই সঙ্গে সঙ্গে প্রফেসার, মঙ্গল, ছট্টু, নারু, হারু সব পিল পিল করে বেরিয়ে পড়লো বাড়ী থেকে।

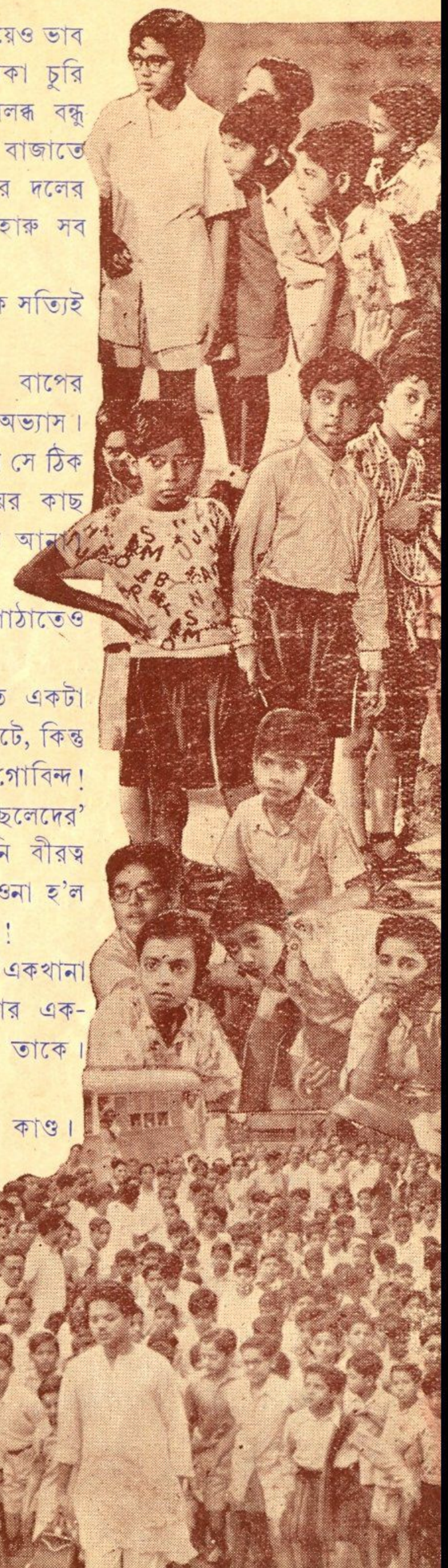

গোবিন্দ ভাবতেই পারেনি, এতগুলি ছেলে তাকে সত্যিই সাহায্য করবে।

'প্রফেসর' বয়সে বৃদ্ধ না হলেও জ্ঞানে প্রবীণ। বাপের মতই চোখ থেকে চশমা খোলা আর পরা তার অভ্যাস। চোর ধরতে হ'লে কি কি করতে হবে না হবে, তখনি সে ঠিক করে ফেলল। প্রথমেই দরকার টাকার। সবায়ের কাছ থেকে চাঁদা তুলে পাওয়া গেল পাঁচ টাকা কয়েক আনা, তারপর কাজ ভাগ করে দেওয়া হ'ল।

গোবিন্দ ছট্টুকে দিয়ে মাসীমার বাড়ীতে খবর পাঠাতেও ভুলল না।

ছট্টুর মারফৎ চিঠি পেয়ে বিমলাদের বাড়িতে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। দিদিমার একটা দুর্ভাবনা ঘুচলো বটে, কিন্তু আর একটা দুর্ভাবনা বাড়লঃ কি সর্ব্বনাশ বাধিয়েছে গোবিন্দ!

নমিতা লোভ সামলাতে পারেনা। 'ব্যাটাছেলেদের' ওপর তার অসীম অবজ্ঞা। তারাই কিনা এতখানি বীরত্ব দেখাবে। ছট্টুকে সাইকেলের পেছনে তুলে সেও রওনা হ'ল অকুস্থলের উদ্দেশে। ছোটদের সব আয়োজন প্রস্তুত!

জটাধর চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে এসে একখানা ট্যাক্সিতে চেপে বস্‌লো আর ছোটদের কয়েকজন আর এক-খানা ট্যাক্সি করে অলক্ষ্যে অনুসরণ করতে লাগলো তাকে। রীতিমত 'এ্যাডভেঞ্চার'!

এই 'এ্যাডভেঞ্চারের' কাহিনীই' দেড়শো খোকার কাণ্ড।

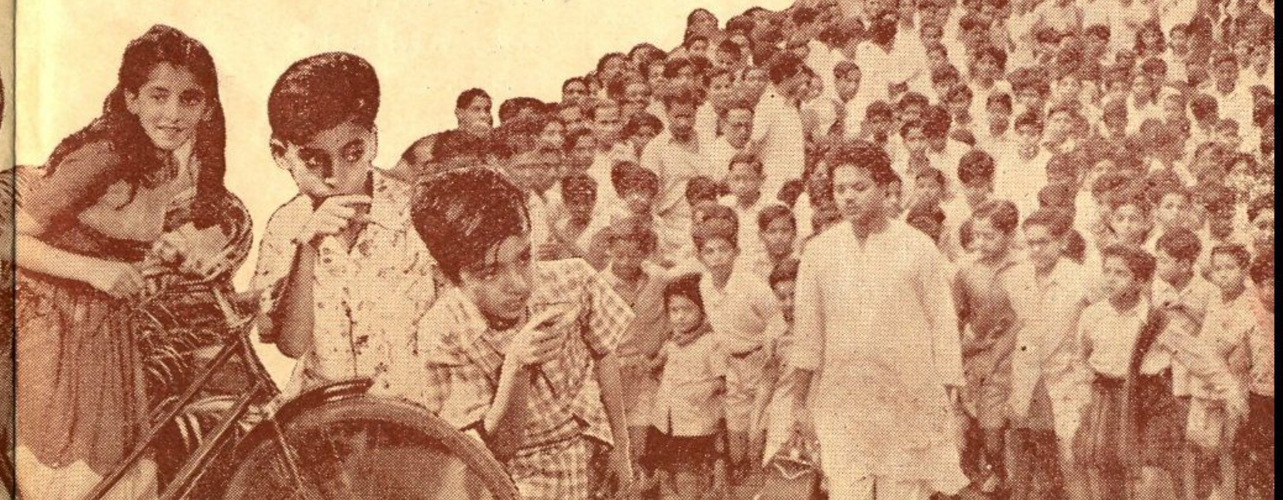

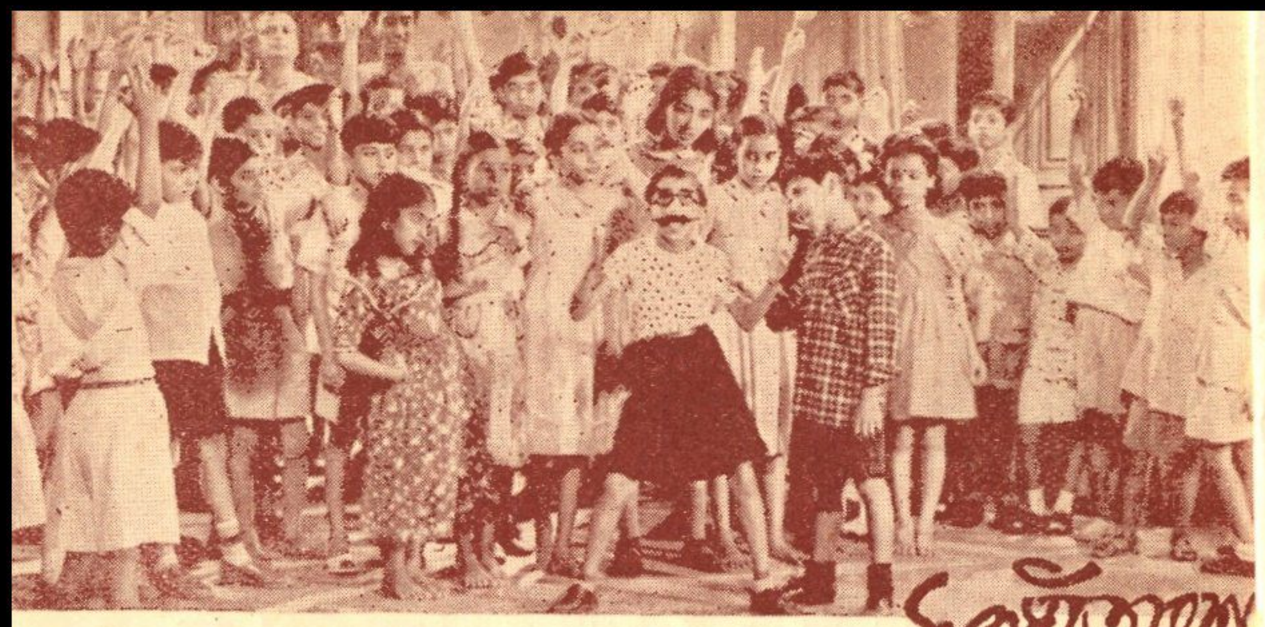

সঙ্গীতাংশ

১

কুমড়ো পটাশ খায় পেয়ারা
কটাশ মটাশ ক'রে কামড়ে
দেখতে ফানুস ভাই যেমনি মানুষ তার
তেমনি যে বিদঘুটে নাম রে ॥
চারিদিকে আগে ভাগে দেখে নিয়ে তাগে তাগে
কাছে কেউ নেই (নিস্তার দিদি নেই)
ঝোপ বুঝে কোপ মারে কাঁচা পাকা ডাঁশা পাড়ে
গাছে উঠে সেই,
থপাশ থপাশ নেচে ধপাশ ধপাশ পড়ে
ডেকে বলি আর নয় থামরে ॥
কুড়ি গজ ভুঁড়ি নিয়ে
হেলে দুলে ডাইনে ও বাঁয়েতে
কুমড়ো পটাশ চলে
চটাশ চটাশ চটি পায়েতে ।
মাঝে মাঝে হয়তো বা চুপি চুপি সেজে বোবা
ভালোটি সে নেয় (ভালো পেয়ারাটি নেয়)
তবু যাই বলো দাদা মন তার বড় সাদা
আমাদেরও দেয়
একটুও রাগেনা সে মুখ টিপে শুধু হাসে
পাবেনাকো খুঁজে তার দাম রে ॥

গেয়েছেন—ইলা চক্রবর্তী ও অন্যান্য

২

আজকে সাদা, কালকে কালো,
পরশু আঁধার, তরশু আলো
খোকা খুকুর মনের মতো আমার নানা রং
আমি, চিরকালের খুশির মেলায় বহুরূপী সং
কে আমি ?
আমি, খড়খড়ি দাস খুড়ো রে
হালফ্যাশানের বুড়ো রে
কড়মড়িয়ে খেতে পারি আস্ত মাছের মুড়ো রে ॥
আমার মতো বয়েস যাদের বাতের ঠ্যালায় তারা
উহু উহু উহু ক'রে ককিয়ে হলো সারা,
আমি, তুড়ি লাফে ধরি গিয়ে হিমালয়ের চুড়ো ॥
কেউবা চোখে ঝাপসা দেখে, কেউ কানে
কম শোনে
মুখে 'হরি হরি' ব'লে প্যাঁচ কষে কেউ মনে,
আমি, নেচে গেয়ে ছড়িয়ে বেড়াই হাল্কা
হাসির গুঁড়ো ॥
থরথরিয়ে কেঁপে ওরা, থকথকিয়ে কেশে,
গোমড়া মুখে তোবড়া গালে অক্কা পাবে শেষে
আমার, মাটি ছেড়ে সগ্‌গে যাবার নেইকো
তাড়াহুড়ো ॥

(বহুরূপীর গান) গেয়েছেন—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

৩

আই কম বাই কম তাড়াতুড়ি
যদুর মাষ্টার শ্বশুর বাড়ী
রেলকম ঝমাঝম
পা পিছলে আলুর দম
চানাচুর গরম !
এই কুড়কুড় ঝুরঝুর মুড়মুড় বাবু
চানাচুর গরম ।।
এই চানাচুর টাটকা ভাজা
হাতে গরম খেতে তাজা
ছেলে বুড়োর পেটের রোগে এযে এ্যাটম বম ॥
একটি প্যাকেট একটি আনা
আগে কিনে পরে জানা
এমন জিনিষ যেমন তেমন মেলেনা হরদম ॥
এর জোড়া নেই কোথাও বাবু
দিল্লী বোম্বাই মাদ্রাজ কাবু
বাংলা-চানাচুরের হাঁকে দুনিয়া গমগম ।।

(চানাচুরওয়ালার গান)
গেয়েছেন—শ্যামল মিত্র

৪

চট পট উঠে পড়ো শুয়ে থেকো না
মিটি মিটি ঘুমে চোখে চেয়ে দেখো না
ভোর হোলো কত কাজ ক'রে যেতে হবে আজ
হাত মুখ ধুয়ে নেয়া ফেলে রেখো না
আলসেমি ভালো নয় কেন শেখো না ।।
মাথার ওপরে তোলো হাতের মুঠি
তোমাদের কে কে খাবে মাখন রুটি
এসো তবে চলো যাই যেথা আছে আরো ভাই
এখনতো আমাদের পড়ার ছুটি
ভারি মজা হবে যদি সবাই জুটি ।।
এই বেলা শুনে নাও মনটি দিয়ে
কি খেলা যে খেলা হবে সেখানে গিয়ে
চোখ দুটো ঘোর ঘোর জাঁদরেল এক চোর
সাধু সেজে বাছাধন আছে লুকিয়ে
হবে তার জারি জুরি দিতে ভাঙিয়ে ।।
বাকী কথা পরে শুনো রয়েছে তাড়া
চুপ চাপ চ'লে এসো তুলোনা সাড়া
জেনে রাখো শুধু এই মিলে মিশে সকলেই
মুখোশটি ধরে তার দেবোই নাড়া
কী করে সে দেখি আজ কাটায় ফাঁড়া ।।

(নমিতার গান)
গেয়েছেন—আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়

৫

জটা বেটা, জটা বেটা
গোদামুখো নাদাপেটা,
ঘরে ঢুকে পায় যেটা
চুরি করে সেটা ।।
নাক কাটা কান কাটা
চোখ দুটো গুলি ভাঁটা
চুরি ক'রে বোকা পাঁঠা
জোরে মারে হাঁটা ।।
সয়তানী পেটে পেটে
ফন্দিটা এঁটে এঁটে
চুরি ক'রে বোম্বেটে
জটা পড়ে কেটে ।।
কাটলেট গোটা গোটা
খেয়ে বেটা হোলো মোটা
ধর ধর চোর ওটা
জটা মারে ছোটা ।।

(নমিতা ও অন্যান্য)
গেয়েছেন—আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়
ও অন্যান্য

৬

হৈ হৈ হল্লার সোরগোল তোল রে
ধিন কেটে কেটে ধিন বাজা ঢাক ঢোল রে
হাতে হাত এক সাথ গলা তোর খোল রে ।।
বাংলার চার কোণে যে আছিস যেখানে
চলে আয় ভাই বোন একছুটে এখানে
এক মন এক প্রাণ ধর মিঠে বোলরে ।।
ছোটো মোরা হতে পারি নই তবু অল্প
করে আজ সব লোকে আমাদের গল্প
দেড়শোর পাল্লায় চোর খায় গোল রে ।।
জটা চিৎ হোল চিৎ তাই এই ফিষ্টি'
লুচি ডিম মাংস দই মাছ মিষ্টি
একদিনে আমাদের রথ আর দোল রে ।।

(সমাপ্তি সঙ্গীত)
গেয়েছেন—আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়
ও অন্যান্য

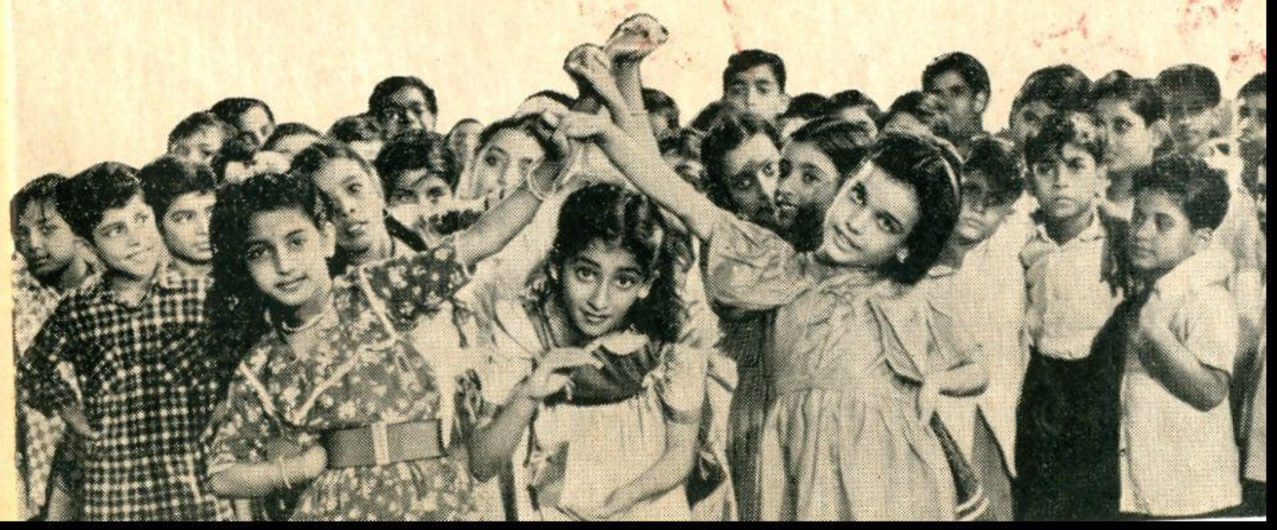

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা : বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (টাস্ পিকচার্স, ১৭৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩) ● অলঙ্করণ : শিল্পী সিদ্ধেশ্বর মিত্র ● মুদ্রণ : নবশক্তি প্রেস, কলিকাতা-১৪